দৈনিক ইনকিলাব

MAR. 0 4 200

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নে সমস্যা ও তার প্রতিকার

মনোজিত সেন

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মেরুদণ্ড হচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা। এ স্তরকে ভবিষ্যৎ জীবনের বীজবপনের স্তর বলা হয়ে থাকে। ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি পর্ব এ স্তর থেকে শুরু হয়। কাজেই এ স্তর শিক্ষার দিক থেকে নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা মানব জীবনের একটা আবেগময় এবং গঠনমূলক অংশ। এ সময়ের শিক্ষার্থী বয়ঃসন্ধিক্ষণে পৌঁছে; তাই সহজেই তারা প্রভাবিত হয়। এ সময় শিক্ষার্থীকে যদি প্রয়োজনানুযায়ী শিক্ষা দেয়া না হয় তবে তারা সহজেই অন্ধকারময় হয়ে ওঠে। এ স্তরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব, বিচার শক্তির উন্মেষ, কাল্পনিক মনোভাবের সৃষ্টি হয়। ফলে সামাজিক জীবনে তার এক নতুন পরিবর্তন ধরা পড়ে। যার দরুন ধারণা ও জীবন গঠনের ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি এ স্তরেই আরম্ভ হয়। এ সময় তারা দ্রুত দৈহিক বিকাশ লাভের মানসিক আবেগজনিত নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় উপদেশ ও নির্দেশনা প্রয়োজন, যাতে করে তারা পরবর্তীকালে সুষ্ঠু জীবনযাপনের প্রস্তুতিমূলক নানা কলাকৌশল আয়ত্ত করতে পারে। কাজেই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাদানের বিষয়সমূহে এর বিধান থাকা একান্ত প্রয়োজন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষা জীবনের পূর্ণাঙ্গ খোলা আকাশ পথ। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পার হবার পর শিক্ষার্থী নিজের ইপ্সিত বিষয় বেছে নিয়ে জীবনকে গড়ে তোলার সুযোগ পায়। দেশ গঠনের সকল ক্ষেত্রের জন্য বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী সৃষ্টি হবার কথা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর থেকে। এ স্তরের পর শিক্ষার পরিধি অতিমাত্রায় সংকুচিত হয়ে আসে; অতি অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীই যেতে পারে উচ্চ শিক্ষায়। কাজেই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার সার্থকতা ও গুণগত উৎকর্ষের ওপরই মূলত নির্ভর করে দেশের সব গঠনমূলক উন্নয়ন প্রকল্পের সার্থক বাস্তবায়ন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাই প্রতিভাবান ও যোগ্য শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার খুলে দেয়। তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে নানা বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের শিক্ষার জন্য তাদের তৈরি করে। এ পর্যায়েই স্থির হয়, ভবিষ্যতে কে হবে চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক, আইনবিদ, বিজ্ঞানী, চিত্রশিল্পী, সাংবাদিক, দার্শনিক, প্রশাসক আরও কত কি? দেশের ভবিষ্যৎ সম্পদের প্রস্তুতি পর্ব এ স্তরে শুরু হয়। তাই এ স্তরের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বর্তমান অবস্থার কথা বিবেচনা করে, শিক্ষার্থীদের পরিবেশ, জীবনযাত্রা, স্থানীয় অর্থনীতির কর্মধারা ও কর্মজীবনে প্রবেশের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান, সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সুষ্ঠু প্রতিফলন এ স্তরের পাঠ্যসূচিতে থাকা প্রয়োজন। অথচ বর্তমানে এ স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। বর্তমানে এ স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ফলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। এর মধ্যে প্রশাসনিক জটিলতা, সুষ্ঠু পরীক্ষা পরিচালনায় ব্যাঘাত। পরীক্ষার পরিবেশ রক্ষার্থে বিঘ্নতা, পরীক্ষায় দুর্নীতি, উত্তরপত্রের সঠিক মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া প্রশাসনিক জটিলতায় উদ্ভূত সমস্যাবলী হচ্ছে : (ক) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে-শহরে, গ্রামে এবং প্রত্যন্ত এলাকায় পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের চাপে কেন্দ্র নির্বাচনে অনুসৃত নীতি পালনে ব্যর্থতা। (খ) বিভিন্ন কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীর সংখ্যার তারতম্য। (গ) বিভিন্ন কেন্দ্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠানের মানের তারতম্য। (ঘ) বিভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী অভিভাবক ও শিক্ষকদের অসহযোগিতামূলক আচরণ এবং (ঙ) বিভিন্নসংখ্যক পরীক্ষার্থীর মধ্যে নকল প্রবণতার জন্য যে সংঘাতময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়, কেন্দ্রের চারদিকে পুলিশ মোতায়েন এবং ১৪৪ ধারা বলবৎ রাখা সত্ত্বেও নকল সরবরাহ অব্যাহত থাকে। এতে পরীক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিনষ্ট হয়। পুরোপুরি নকল প্রবণতা প্রতিরোধ করা একরকম অসম্ভব হয়ে পড়ে। নকলকারী পরীক্ষার্থীকে সনাক্তকরণপূর্বক প্রতিকূল অবস্থার দরুন বেশিসংখ্যক পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা কিছুতেই সম্ভব হয় না। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মান কমে যাবার জন্য নিম্নোক্ত কারণগুলোও সনাক্ত করা যেতে পারে। যেমন-(১) রাজনৈতিক অস্থিরতা (২) সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় (৩) বিপর্যস্ত অর্থনীতি (৪) শ্রেণীকক্ষে নিম্নমানের পাঠদান (৫) শিক্ষক/অভিভাবক ও পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যদের মধ্যে অনেকের সততার অভাব (৬) যত্রতত্র পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন (৭) পরীক্ষা পাসের সম্ভাবনাহীন ছাত্রছাত্রীকে পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি (৮) ব্যাপক প্রাইভেট কোচিং-এর প্রবণতা (৯) স্থানীয় প্রশাসনের উদাসীন্য ও শৈথিল্য (১০) পরীক্ষার পদ্ধতিগত দুর্বলতা (১১) পরীক্ষায় দুর্বল ব্যবস্থাপনা (১২) শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় শিক্ষক ও অভিভাবকদের ঔদাসীন্য। এসব বহুবিধ সমস্যার কারণে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার মান অনেক নীচে নেমে গেছে। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সুষ্ঠু শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে অবিলম্বে এসব সমস্যা দূর করতে হবে।

> মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাই প্রতিভাবান ও যোগ্য শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার খুলে দেয়। তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে নানা বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের শিক্ষার জন্য তাদের তৈরি করে। এ পর্যায়েই স্থির হয়, ভবিষ্যতে কে হবে চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক, আইনবিদ, বিজ্ঞানী, চিত্রশিল্পী, সাংবাদিক, দার্শনিক, প্রশাসক আরও কত কি? দেশের ভবিষ্যৎ সম্পদের প্রস্তুতি পর্ব এ স্তরে শুরু হয়। তাই এ স্তরের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বর্তমান অবস্থার কথা বিবেচনা করে, শিক্ষার্থীদের পরিবেশ, জীবনযাত্রা, স্থানীয় অর্থনীতির কর্মধারা ও কর্মজীবনে প্রবেশের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান, সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সুষ্ঠু প্রতিফলন এ স্তরের পাঠ্যসূচিতে থাকা প্রয়োজন।

বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তবে পাঠ্যক্রম ও প্রশ্নপত্রে বর্তমান পাবলিক পরীক্ষায় সংস্কার সাধন না করা গেলে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে না। তাই পাঠ্যক্রম এমনভাবে অভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি দ্বারা প্রণয়ন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর বয়স, ধারণ ক্ষমতা, সামাজিক অবস্থান, পরিবেশ, প্রবণতা, বুদ্ধি ইত্যাদির প্রতি সজাগ দৃষ্টি থাকে এবং পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফল লাভে সহায়ক হয়। পরীক্ষার্থী যাতে পাঠ্যক্রম হতে পুরোপুরি জ্ঞান অর্জন করে কর্মজীবনে দক্ষতা, যোগ্যতা ও সততার পরিচয় দিতে সক্ষম হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই পাঠ্যক্রম প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে হবে। তবেই এ স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা যথার্থ হয়ে উঠবে।